২৯ জুলাই, যাত্রাবাড়ী-শনির আখড়া পরিণত হয়েছিল মৃত্যুপুরীতে। আন্দোলনকারীদের ওপর চালানো হয়েছিল ইতিহাসের অন্যতম বর্বর গণহত্যা। গুলি, লাঠি, রডের মাঝে ছাত্রেরা প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল টিন, বোর্ড, ভাঙা চেয়ার হাতে। এই ছবিটি সেই প্রতিরোধের প্রতীক–যেখানে রাস্তায় পড়ে থাকা টুকরোগুলোকেই ঢাল বানিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল বিপ্লবীরা। বিপ্লবীরা জানে, তারা লড়ছে ফ্যাসিবাদী অপশক্তি ও রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসী বাহিনীর বিরুদ্ধে।

গণহত্যার পরেও পিছু হটেনি ছাত্রসমুদ্র–এক
দফার দাবিতে আগুন হয়ে জেগে ওঠে রাজপথ।
ঢাকার জিগাতলায়, ৪ আগস্ট, নামল মৃত্যুর
মিছিল।
বিপ্লবীদের বুকচেরা স্লোগানে কেঁপে উঠেছিল
বাতাস,
আর ঠিক তখনই গুলি চালায় শেখ হাসিনার
সন্ত্রাসী বাহিনী–
নিষিদ্ধ ছাত্রলীগ, যুবলীগ, আওয়ামী লীগের
হাতে আগ্নেয়াস্ত্র, চোখে খুন।
ছবিটিতে ধরা আছে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের নগ্ন
বিভীষিকা–
যেখানে ফ্যাসিবাদের দোসর, রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসী,
ছাত্রদের রক্তে রাঙিয়ে তুলেছিল রাজপথ।

৪ আগস্ট, জিগাতলায় ইতিহাস লেখা হচ্ছিল
রক্তে।
ছাত্ররা যখন এক দফার দাবিতে রাস্তায়,
তখন সশস্ত্র বহর নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে শেখ
হাসিনার পোষা বাহিনী–
ছাত্রলীগ, যুবলীগ, আওয়ামী সন্ত্রাসীরা।
ছবিতে দেখা যাচ্ছে কীভাবে লাঠি, রড, বন্দুক,
চাপাতি নিয়ে
তারা নির্মমভাবে আঘাত করেছে নিরস্ত্র ছাত্রদের।
এই ছবি শুধু এক মুহূর্ত নয়,
এটা রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের সাক্ষী।
এই গুলি, এই রক্ত যেন প্রতিধ্বনি তোলে–
এরা ফ্যাসিবাদের দোসর, রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসী।

এই ছবিটি কুমিল্লার রাজপথ থেকে।
একজন বিপ্লবী ছাত্র গুলিবিদ্ধ—চোখে যন্ত্রণার
ছায়া, শরীরে রক্ত।
তাকে তুলে নিচ্ছেন তার সহযোদ্ধারা—ভয়
ভুলে, বুকের সাহস নিয়ে।
এই এক মুহূর্ত যেন বলে দেয়,
মানুষ কীভাবে মানুষকে রক্ষা করে ফ্যাসিবাদের
মুখোমুখি দাঁড়িয়ে।
শেখ হাসিনার বাহিনী—আওয়ামী লীগ, যুবলীগ,
ছাত্রলীগ, পুলিশ—
এই ছাত্রকে গুলি করেছিল পেছন থেকে।
এখানে মানবতা লজ্জিত, আর রাষ্ট্র হল
মুখোশধারী ঘাতক।

৫ আগস্ট–গণহত্যা চালানোর পর যখন ছাত্রদের
ঢল আছড়ে পড়ে রাস্তায়,
তখন শেখ হাসিনা পালিয়ে যায় হেলিকপ্টারে,
পাড়ি দেয় বড়দাদার দেশে–ভারতে।
এই ছবি সেই পলায়নের ইতিহাস–এক
স্বৈরাচারের পতনের চিহ্ন।
ফ্যাসিস্টদের এমনই পরিণতি–
যারা গুলি চালায়, যারা রক্ত চায়,
তাদের শেষ হয় পালিয়ে গিয়ে, নীরবে।
এই ইতিহাস বারবার বলে–
ফ্যাসিস্ট ও রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসীর পতন অনিবার্য।

৫ আগস্টের রক্তস্নাত দিনে
যখন ফ্যাসিস্ট শাসকের গদি পতনের মুখে,
তখন হাজারো জনতা গণভবনের গেটে ধাক্কা দেয়,
ভেঙে ফেলে তালা, ঢুকে পড়ে শাসকের দুর্গে।
ছবিতে দেখা যায়-সেই মুহূর্তের বিজয় উল্লাস,
যেখানে রাজপথের মানুষ হাসছে, কাঁদছে, চিৎকার করছে
আর উড়ছে লাল সবুজের পতাকা।
এই ছবিটি ইতিহাসের অংশ,
যেখানে জনতার জয় চিহ্নিত করে ফ্যাসিবাদের দোসর, রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসীর পরাজয়।

জাতীয় সংসদ ভবনের সামনে
৫ আগস্ট, শেখ হাসিনা পালিয়ে যাওয়ার পর,
হাজার হাজার মানুষ জমায়েত হয়–হাতে লাল
সবুজ পতাকা।
দেশ এখন আর কারো সম্পত্তি নয়,
এটি জনতার, এটি মুক্ত মানুষের।
ছবিটি বলছে–এই স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনা,
এই বিজয় কেবল শুরু।
এই মানুষগুলো আজ ইতিহাসের অংশ–
যারা রুখে দাঁড়িয়েছিল ফ্যাসিবাদের দোসর,
রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসীর বিরুদ্ধে।

দ্রোহের শৈল্পিক প্রকাশ : গ্রাফিতি

গ্রাফিতি

জুলাই বিপ্লবের মুখ: প্রতিবাদের প্রতীকী শিল্প, যেটি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, নজরুল মিলনায়তন আঁকা হয় রাবি বৈষম্যবিরোধী ছাত্রআন্দোলনের উদ্যোগে জুলাই বিপ্লবকে ধারণ করে সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ হিসেবে।

মুখ কোনো ব্যক্তির নয়–এ মুখ এক জনগণের, এক বিদ্রোহের।

জুলাই বিপ্লবের নীরব অথচ প্রচণ্ড প্রতিধ্বনি হয়ে–এই শিল্প ঘোষণা করে:

"আমরা মুখোশ ছিঁড়ে দিচ্ছি, শাসকের ভাষা বদলে দিচ্ছি।"

এই দেয়ালে প্রতিফলিত হয়েছে সেই সাংস্কৃতিক বিদ্রোহ, যা ক্যানভাসে নয়, শ্রেণিচেতনায় জেগে উঠে।

যেখানে প্রতিটি রেখা, প্রতিটি রঙ–একটি অঘোষিত যুদ্ধের ডায়েরি।

এটি কেবল দেয়ালচিত্র নয়, এটি ফ্যাসিবাদকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেওয়া সাহসী কাব্য–দৃশ্যমান প্রতিবাদের ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত।

এক দফা এক দাবী

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, কাজী নজরুল ইসলাম মিলনায়তনের দেয়াল
"চির জীবনের সেই মরণ আমায় দিও, আমাকে শহীদ করে সেই মিছিলে সামিল করে নিও"–
এই পঙ্ক্তি আজ শুধুই কবিতা নয়–এ এক অগ্নিশপথ, রক্তে লেখা প্রতিজ্ঞা।
আগস্টের মাঝামাঝি, যখন ফেনি-নোয়াখালীর মানুষ বন্যায় ডুবছিল,
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিপ্লবীরা তখন জীবন দিয়ে আঁকছিল বিপ্লবের দ্বিতীয় ক্যানভাস–
দেয়ালে নয়, হৃদয়ের গহীনে খোদাই করছিল এক ঘূর্ণিঝড়ের আগমনী বার্তা।
জুলাই বিপ্লবের অনন্ত প্রতিধ্বনি নিয়ে আঁকা এই দেয়ালচিত্র
বলে দিচ্ছে–প্রতিরোধ এখন কেবল স্লোগানে নয়, শিল্পেও।
এই গ্রাফিতি শুধু রঙ নয়–এ হলো বিদ্রোহের বারুদের রূপ।
এ যেন ফ্যাসিবাদের মুখে থুতু ছুঁড়ে দিয়ে লেখা এক আত্মদানের মহাকাব্য–
যেখানে "মরণ" মানেই জাগরণ, আর শহিদ হওয়া মানেই অনন্ত জীবনের আলোকবর্তিকা।
বিশ্ববিদ্যালয়ের দেয়াল তাই আজ হয়ে উঠেছে এক যুদ্ধক্ষেত্র,
আর রঙ-তুলি নয়–এখন ছাত্রদের হাতে অস্ত্র হয়ে উঠেছে শব্দ আর চিত্র।
এই দেয়াল বলে–আমরা ভাঙবো না, থামবো না।
আমরা শুধু লড়বো, যতদিন না ফ্যাসিবাদের কবর রচনা হয় আমাদেরই আঁকা চিত্রে।

গ্রাফিতি